সূরা তাওবা

سُوْرَةُ التَّوْبَةِ

তারতীব বিন-নুযুল

নাযিলের ধারাবাহিকতা—তথা কোন সূরার পর নাযিল হয়েছে—তা বিবেচনায় এটি ১১৩-তম সূরা। এর আগে সূরা মাইদা ও পরে সূরা নাসর নাযিল হয়েছে।

তারতীব ফিল-মুসহাফ

বর্তমান কুরআন মাজীদের বিন্যাস অনুযায়ী এটি ৯ম সূরা। এর আগে আছে সূরা আনফাল ও পরে সূরা ইউনুস।

এক নজরে তাওবা

- ৯ম হিজরিতে, তাবুক অভিযানের সময় নাযিল
- সূরা নং: ০৯
- আয়াত: ১২৯
- মাদানি

নামের রহস্য

আত-তাওবা | আল-বারাআত

এ-সূরার দুটো নাম আছে—তাওবা ও বারাআত। 'তাওবা' মানে 'গুনাহের পর অনুশোচনা করে ফিরে আসা।' তাবুক অভিযানের সময় কিছু মুসলিম নবিজির সাথে না গিয়ে, বাড়িতে বসে থাকেন। অথচ—যুদ্ধের ডাক এলে ঘরে বসে থাকা মহা-অন্যায়। পরে তারা নিজেদের ভুল বুঝতে পেরে, গভীরভাবে অনুশোচনা করে। সেখান থেকেই সূরার একটি নাম হয়েছে 'তাওবা'। আর 'বারাআত' শব্দের অর্থ হলো: 'সম্পর্ক ছিন্ন করা'। এ-সূরার শুরুতেই মুশরিকদের সাথে সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

মেজর থিম

০১ মুশরিকদের সাথে সম্পর্ক-ছিন্ন ঘোষণা। তাওবার প্রতি উৎসাহিত করা।

০২ চুক্তি ভঙ্গ করার শাস্তি। অমুসলিমদের সাথে সম্পর্কের মূলনীতি।

০৩ বস্তুবাদ বা দুনিয়া-কেন্দ্রিক চিন্তার পরিণতি। ধোঁকা ও চুক্তিভঙ্গের শাস্তি।

সূরার শুরু-শেষ সম্পর্ক

"আর যদি মুখ ফিরিয়ে নাও, তা হলে জেনে রাখো—তোমরা আল্লাহর নাগালের বাইরে যেতে পারবে না।" মুশরিকদের প্রতি এমন হুঁশিয়ারি উচ্চারণের মাধ্যমে সূরাটি শুরু হয়েছে। আর শেষ হয়েছে ওদের ব্যাপারে মুমিনদেরকে আশ্বস্ত করে, "তারপরও তারা মুখ ফিরিয়ে নিলে তুমি বলে দাও—'আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট, তিনি ছাড়া কোনো ইলাহ নেই।'"

অন্য সূরার সঙ্গে সম্পর্ক

সূরা আনফাল শেষ হয়েছে কাফিরদের বিশ্বাসঘাতকতার বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করার মাধ্যমে—"আর যদি তারা তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে, তা হলে (মনে রাখবে,) তারা এর আগে আল্লাহর সঙ্গেও বিশ্বাসঘাতকতা করেছে।" আর তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার পরিপ্রেক্ষিতে তাদের সাথে সকল চুক্তি বাতিলের ঘোষণা দিয়ে শুরু হয়েছে সূরা তাওবা।

শানে নুযুল

সূরা তাওবা রাসূলুল্লাহ ﷺ-এর জীবনের শেষ-পর্যায়ে নাযিল হয়। মক্কা বিজয়ের পর থেকেই সমগ্র আরব-জুড়ে ইসলামের প্রভাব ছড়িয়ে পড়েছিল, ইসলাম পৌঁছে গিয়েছিল একটি শক্তিশালী অবস্থানে। কিন্তু এর তোয়াক্কা না করে কিছু মুশরিক গোত্র নির্দ্বিধায় ও নির্ভয়ে মুসলমানদের সাথে-করা-চুক্তি লঙ্ঘন করছিল। তাদের এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিক্রিয়ায় আল্লাহ এ-সূরার মাধ্যমে ঘোষণা দেন যে, মুশরিকদের সাথে আর কোনো চুক্তি বহাল থাকবে না। তবে কিছু চুক্তি, যেগুলো মুশরিকদের পক্ষ থেকে লঙ্ঘিত হয়নি, সেগুলোর প্রতি সম্মান দেখিয়ে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অপেক্ষার নির্দেশ দেওয়া হয়।

এ ছাড়া তাবুক যুদ্ধও ছিল সূরাটি নাযিল হওয়ার অন্যতম প্রেক্ষাপট। রোমান সাম্রাজ্যের আক্রমণের আশঙ্কায় মুসলমানরা 'তাবুক' নামক স্থানে একটি বিশাল সেনাবাহিনী নিয়ে উপস্থিত হয়। যদিও সরাসরি কোনো যুদ্ধ হয়নি, তবে সামরিক শক্তির এই প্রদর্শন মুসলিম-শাসনের ভিত পোক্ত করেছিল। এ সময়ে যুদ্ধ থেকে পিছিয়ে থাকার জন্য মুনাফিকদের মুখে শোনা যায় নানান রকম অজুহাত। তাদের সেই ষড়যন্ত্র ও দুর্বল ঈমানের ব্যাপারে এ-সূরায় কঠোর ভাষায় তিরস্কার করা হয়েছে। অপরদিকে সূরাটিতে বর্ণিত হয়েছে কয়েকজন খাঁটি মুমিনের তাওবা কবুলের ঘটনাও।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৪/২৪৪; বুরহানুদ্দীন বিকাঈ, আন-নাযমুদ দুরার, ৮/৩৫০)

সেগমেন্ট

চুক্তি-ভঙ্গ ও যুদ্ধ

শুরুতেই মুশরিকদের চুক্তি-ভঙ্গের দরুন তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা।

মুনাফিক ও সত্যিকার মুমিন

মুনাফিকদের দেখাদেখি কিছু মুসলিমও যুদ্ধে অংশ নিতে গড়িমসি করে। সেসব মুমিনকে পরীক্ষার মাধ্যমে আলাদা করা হয়েছে।

তাওবা ও ক্ষমা

সূরার শেষ অংশে পরীক্ষায় পাশ-করা সেসব মুমিনকে ক্ষমা করার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে।

ফজিলত

কুরআনের যেসব সূরার কলেবর একশত আয়াতের বেশি, তাদেরকে বলা হয় আল-মিয়ূন। 'যাবুর' কিতাবের পরিবর্তে, আল-মিয়ূন সূরাগুলো আল্লাহ তাআলা নবিজিকে উপহার দিয়েছেন। এরকমই একটি সূরা হলো সূরা তাওবা।

(দেখুন : আহমাদ, আল-মুসনাদ, ১৬৯৮২; তায়ালিসি, আল-মুসনাদ, ১১০৫)

উমর ﵁ বলেন—'তোমরা (পুরুষরা) সূরা বারাআত শিখবে। আর তোমাদের স্ত্রীদের শেখাবে সূরা নূর...।" (সুয়ূতি, জামিউল আহাদীস, ২৯৭১৪)

কজ অ্যান্ড ইফেক্ট

অভাব থাকা সত্ত্বেও কেউ যদি হারাম পথে না যায়; → তা হলে আল্লাহ চাইলে নিজ অনুগ্রহে, তার অভাব দূর করে দেবেন।

গতিপথ

সেন্ট্রাল থিম
খাঁটি তাওবা

১. নিজের ভুল নিয়ে চিন্তাভাবনা করা
তাওবার প্রথম ধাপ হলো, নিজের দোষ-ত্রুটি নিয়ে চিন্তাভাবনা করা। কেননা, আপনার কাছে যদি 'দোষ'কে দোষই মনে না হয়, তা হলে আপনি তো ক্ষমা চাইবেন না।

২. দোষ স্বীকার করা
আপনি ভুল করেছেন, এটা বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গেই স্বীকার করে নিন। যত বেশি অজুহাত খাটাবেন, ক্ষমা পাবার সুযোগ ততই হারাবেন।

৩. খাঁটি দিলে তাওবা করা
এবার রবের দরবারে কেঁদে-কেটে বলুন, আল্লাহ, আপনি তো ক্ষমা করতে ভালোবাসেন, আমি ভুল করেছি, আমাকে ক্ষমা করে দিন।

৪. তাওবার ওপর অটল থাকা
একই ভুল বারবার করা মুমিনের স্বভাব নয়। তাই অতীতে যে ভুল করেছেন, তা থেকে নিজেকে বাঁচিয়ে চলুন। তাওবার ওপর নিজেকে অটল রাখুন।

ওভারভিউ	আয়াত	ওভারভিউ	আয়াত
চুক্তি ভাঙার কারণে মুশরিকদের সাথে 'সব রকম সম্পর্ক ছিন্ন' করার ঘোষণা। তাদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আদেশ।	১-১৬	মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারী একে অন্যের সহযোগী। তারা এমন জান্নাতে থাকবে—যার নিচ দিয়ে ঝরনা বয়ে চলে।	৬৯-৭৮
মসজিদে হারাম দেখাশোনা করার উপযুক্ত কেবল মুমিনরা। আর মুমিনদের কাছে আল্লাহ, রাসূল ও জিহাদই সবচেয়ে প্রিয়।	১৭-২৭	শারীরিকভাবে যারা দুর্বল বা অক্ষম—যেমন : বৃদ্ধ, শিশু কিংবা প্রতিবন্ধী; তাদের জন্য যুদ্ধে যাওয়া আবশ্যক নয়।	৭৯-৯৩
ইহুদি-খ্রিষ্টানদের মধ্যে যারা আল্লাহর ওপর ঈমান রাখে না, আল্লাহর হুকুম মানে না, তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে হবে।	২৮-৩৭	যারা আল্লাহর রাস্তায় খরচ করাকে জরিমানা মনে করে, সময়ের নিষ্ঠুর পালাবদল একদিন তাদেরকে ঘায়েল করবে।	৯৪-১০৬
মুনাফিকরাই জিহাদে না-যাওয়ার অজুহাত খোঁজে। আর সত্যিকার মুমিনরা নিজেদের জান-মাল দিয়ে জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ে।	৩৮-৫২	মুশরিকরা নিশ্চিত জাহান্নামি—এটা জানার পরও মুমিনরা কখনো কোনো মুশরিকের জন্য ক্ষমাপ্রার্থনা করতে পারে না।	১০৭-১১৯
মুনাফিক ও কাফিরদের চাকচিক্য, সম্পদ আর লোকবলের গরিমা দেখে ঘাবড়ানো যাবে না। এগুলো তাদের পরীক্ষার অংশ।	৫৩-৬৮	প্রতিটি দল থেকে একটা অংশ যুদ্ধে যাবে, বাকিদের দায়িত্ব দ্বীনের গভীর জ্ঞান অর্জন করা।	১২০-১২৯

কেইস-স্টাডি

তাবুক যুদ্ধ ছিল মুমিনদের জন্য ভীষণ কঠিন এক পরীক্ষা। একদিকে প্রচণ্ড গরম—মরুতাপে শরীরের চামড়া পুড়ে যাবার দশা। অন্যদিকে মদীনা থেকে তাবুক ছিল অনেক দূরের পথ। আবার, তখন ছিল খেজুর ঘরে তোলার মওসুম। তা সত্ত্বেও মুসলিমরা ঘোষণা শোনা-মাত্র রওনা হয়ে গেছে। বিপরীতে পিছে রয়ে গিয়েছিল মুনাফিকরা। ওরা বলেছিল: অসহনীয় গরম, আবার পথটাও অনেক দূরের। মোটেও পারব না আমরা। অথচ ঈমানদাররা যুদ্ধে কেবল শরিকই হননি, বরং সেখানে গিয়ে কয়েকদিন অবস্থান করে ফিরেও এসেছিলেন। আসলে মুনাফিকরা যেমনটা বলেছিল—প্রচণ্ড গরম, পা ঝলসে যাবে—এরকম কথা কিন্তু এখনো শোনা যায় আমাদের আশপাশে। কোনো কোনো বোনকে বোরকা-নিকাব পরতে বললে জবাব দেয়: 'ইশ, গরমটা যা পড়ছে! গা একেবারে জ্বালাপোড়া করবে।' আপনার বোনটিকে সুন্দরভাবে বোঝাবেন—বোরকার সাথে গরমের কোনো সম্পর্ক নেই। বরং বোরকার সাথে সম্পর্কটা ঈমানের। আপনার ঈমান মজবুত থাকলে গরম আপনার কাছে-পিঠেও ঘেঁষবে না। যেমনটা ঘেঁষতে পারেনি সাহাবিদের কাছে। আর ঈমান যদি রোগাপাতলা হয়, অন্তরে যদি মুনাফিকির ছাঁট থাকে, তা হলে দুনিয়ার সব গরম আপনার জন্যই বরাদ্দ। এমনকি জাহান্নামের গরমটাও।

(দেখুন—বুখারি, ৩৬১২; তিরমিযি, ২৩৯৮; ইবনু মাজাহ, ৪০২৩)

রিফ্লেকশনস / তাদাব্বুর

তাবুক যুদ্ধের ঘোষণা দিলেন নবিজি। সাহাবিরা ছুটে চললেন যুদ্ধের ময়দানে। কিন্তু পিছে রয়ে গেল মুনাফিকরা। অগোচরে পেছনে রয়ে গেল আরও তিনজন সাহাবি। যুদ্ধ শেষে ফিরে আসার পর, নবিজি ডাকলেন মুনাফিকদের। সাথে ওই তিন সাহাবিকেও। তারপর তাদেরকে যুদ্ধে না-যাওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। মুনাফিকরা তখন মিথ্যা অজুহাত দাঁড় করাল। বলল, আমাদের এই সমস্যা ছিল, ওই সমস্যা ছিল। নবিজি সেসব কথা শুনে ওদেরকে ছেড়ে দিলেন। কিন্তু ওই তিনজন সাহাবি মিথ্যার আশ্রয় নিলেন না। নিজেদের দোষ স্বীকার করলেন। সিদ্ধান্ত হলো, এই তিন-সাহাবিকে সামাজিকভাবে বয়কট করা হবে। এদের ব্যাপারে আল্লাহর ফায়সালা আসার আগ-পর্যন্ত কেউ এদের সাথে ওঠাবসা করবে না। তারপর দিনের-পর-দিন কেটে যায়। শেষমেশ পঞ্চাশ দিন পর আল্লাহ তাআলা ওহি নাযিল করলেন। ওই তিন সাহাবিকে দিলেন ক্ষমার সুখবর। আর যেসব মুনাফিক মিথ্যার আশ্রয় নিয়েছিল, তাদের জন্য ভয়াবহ আযাবের ধমকি। গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করলে, এ ঘটনায় আমাদের জন্য ভাবনার খোরাক আছে। আমরা অনেক-সময় একটা অপরাধ করি। তারপর সেই অপরাধের পক্ষে সাফাই গাইতে গিয়ে আরও অনেকগুলো অপরাধ করে বসি। এটা আসলে মুনাফিকদের স্বভাব। মুনাফিকরা মিথ্যা বলবে, তারপর ওই মিথ্যাটা ঢাকতে গিয়ে আরও অনেকগুলো মিথ্যা বলবে—যেটা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে। আপনি কি আপনার ভুলটা শুরুতেই মেনে নিতে রাজি? মিথ্যা অজুহাত দাঁড় না-করিয়ে দোষ স্বীকার করে নিতে প্রস্তুত? তা হলে সুখবর শুনে রাখুন। আপনার সেই দোষটা আল্লাহ ঢেকে দেবেন। ওই তিন সাহাবিকে নিয়ে কুরআনের আয়াত নাযিল করে যেভাবে তাদেরকে সম্মানিত করেছেন, সেভাবে আপনার সম্মানকেও বাড়িয়ে দেবেন।

(দেখুন—ইবনু কাসীর, তাফসীর, ৬/৩০; তিরমিযি, ৩৫৪০, ১৯৮৭)